বিষ্ণুপুরের রাধানগরে সাতটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ পর পর সাতটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে রবিবার সকালে বিষ্ণুপুরের রাধানগরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ওই দিন রাতে পর পর সাতটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ও সোনার অলংকার চুরি হয়েছে বলে গৃহকর্তাদের দাবি। স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রামে পুলিশ ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও পুলিশের উদাসীনতার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। তার প্রতিবাদে এদিন গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে বিষ্ণুপুর-সোনামুখী রাস্তা অবরোধ করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে আধঘন্টা পর অবরোধ উঠে যায়। বিষ্ণুপুর থানার আইসি আক্তিক মুখোপাধ্যায় বলেন, এই সব ছিচকে চোরের কাণ্ড। কোনও বড় ধরণের চুরির ঘটনা নয়। এলাকায় পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে রাধানগর গ্রামের চ্যাটার্জীপাড়ায় এক সেনাকর্মীসহ মোট ৪ ব্যক্তি, লোহার পাড়ায় ২ জন এবং উপরশোলে ১ ব্যক্তির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চ্যাটার্জী পাড়ার বাসিন্দা স্থানীয় স্টুডিওর কর্মী হারাধন ঘোষ বলেন, আমার কাঠের দরজা ভেঙ্গে দুষ্কৃতিরা নগদ ২০ হাজার টাকাসহ ১টি সোনার আংটি নিয়ে পালিয়েছে। আওয়াজ পেয়ে পাশের ঘর থেকে বেরনোর আগেই দুষ্কৃতিরা চম্পট দেয়। একই পাড়ার বাসিন্দা সেনাকর্মী হারাধন ঝারিমুন্নার বয়স্কা মা বাড়িতে একাই ছিলেন। তাঁর বাড়িতে থাকা নগদ ৬০ হাজার টাকা দুষ্কৃতিরা নিয়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও বাসিন্দা উমাচট্টোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সহ লোহারপাড়ার গুরুপদ ঝারিমুন্না, শত্রুঘ্ন বাউরি এবং উপরশোলের কুশ মুরমুর বাড়িতে দুষ্কৃতিরা নগদ সহ বেশ কিছু সোনার অলংকার নিয়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনার খবর চাউর হতেই রবিবার সকালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা পুলিশের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। পরে অবশ্য পুলিশ গ্রামে আরও টহলদারি বাড়ানোর আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ উঠে যায়।

দুর্ঘটনা এড়াতে যাত্রীবাহী বাসের দিকে নিয়মিত নজর রাখার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে যাত্রীবাহী বাস চলাচলের দিকেও কড়া নজর দেওয়া প্রয়োজন। জেলার নিত্য বাসযাত্রীদের এমনটাই দাবি। তাঁদের বক্তব্য, জেলার যাত্রীবাহী বাসগুলি নিয়ম মেনে চলাচল করছে কিনা তা নিয়মিত খতিয়ে দেখা প্রয়োজন পরিবহন দপ্তর ও জেলা পুলিশের। যাত্রী পরিবহনের বাসেও অনেক সময় রিসোলিং করা টায়ার ব্যবহার করতে দেখা যচ্ছে। এতে দুর্ঘটনায় পড়ার একটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। জেলা পরিবহন দপ্তরের নন্-টেকনিকাল ইনস্পেক্টরের হাতেও রিসোলিং টায়ার লাগানো বাসযাত্রী পরিবহনের ঘটনা ধরা পড়েছে। তাছাড়া ছাদেও যাত্রী নিয়ে বাস চলাচল করতে নিয়মিত দেখা যায়। বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর, তালডাংরা ও খাতড়া রুটে প্রচুর নিত্যযাত্রী রয়েছেন। বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রুটের সাধন পাল ও হেমন্ত অধুর্য্য এবং খাতড়া রুটের ভরত সেন এবং

বরেন্দ্র লক্ষণ বলেন, যাত্রীবাহী বাসে টাইম টেবিল ও ভাড়ার তালিকা ঝুলানো থাকার কথা। কিন্তু বাসগুলিতে ভাড়ার তালিকা ঝুলানো থাকলেও টাইম টেবিল অধিকাংশ গাড়িতেই দেখা যায় না। এতে গড়ির কর্মীরা ইচ্ছামত গাড়ি চালান। কোন জায়গায় অপ্রয়োজনে দীর্ঘসময় বাস থামিয়ে রাখা হয়, আবার কোথাও রেসারেসি করে অনিয়ন্ত্রিত বেগে গাড়ি চালানো হয়। এতেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষেত্রে অতিরিক্ত বেগে গাড়ি চালানোর জন্য গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। এসব নিয়ন্ত্রণে যাত্রাবাহী বাসগুলির ওপর নিয়মিত তদারকি করা প্রয়োজন। পরিবহন দপ্তর নিয়মিত বাসগুলি পরীক্ষা করে ফিট সার্টিফিকেট দেয়। পরিবহন দপ্তরের কর্মীদের মতে, যাত্রীবাহী বাসগুলিকে ফিটনেস পরীক্ষা করানো জন্য যখন দপ্তরে আনা হয় তখন সঠিক টায়ার ও টাইম টেবিল এবং ফেয়ার চার্ট লাগিয়েই আনা হয়।

ফিটনেস পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সেগুলি পাল্টে দেওয়া হয়। তাঁদেরও বক্তব্য, এসব অনিয়ম রোধে যাত্রাবাহী বাস নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার।

রাইটার্স ফোরামের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া ঃ রবিবার বাংলা রাইটার্স ফোরামের লেখালেখি নাগরিক সমাচার ও হে প্রেয় নবদ্বীপ সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপ ধাম রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাব হলঘরে অনুষ্ঠিত আসরে সভাপতিত্ব করেন কবি সিরাজুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন কবি মুরারীমোহন চক্রবর্তী, কবি প্রদীপ রায়, সান্তাকর রায়, বিভু মুখোপাধ্যায়, প্রণব নন্দী, মনোরঞ্জন সাহা, রাম পাত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সাঁতরা, সন্তেষ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ মণ্ডল, বলেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়শ্রী কুণ্ডু, শ্রেয়ান রায়, রমা রায়। রাইটার্স ফোরাম-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্যামল রায় বলেন, কবিদেরও প্রয়োজন সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলির উপর সচেতনভাবে প্রতিবাদী লেখা উপহার দেওয়া। একটু সুন্দর পৃথিবী, দেশ, সমাজ গড়তে পারেন লেখনীর মধ্যে দিয়ে কবিরাই। কবিতা সমাজের আয়না। কবিতা সামাজিক চেতনার বীজ। সারা বাংলার কবিদের সংঘটিত করার কাজ করে যাচ্ছে কবি, সাংবাদিক ও সম্পাদক শ্যামল রায়। নাগরিক সমাচার সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক পুলক মণ্ডল বলেন, কবি সাহিত্যিকদের কাছে বিজয়া সম্মেলনীর আসর সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এদিন উল্লেখযোগ্য কবিদের তালিকায় ছিলেন সুরজিৎ বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তপন বৈরাগ্য, অর্জুন দেবনাথ, গৌরী চক্রবর্তী, রঞ্জিত

গোস্বামী, সুশান্ত মিত্র, রণিত নিয়োগী, প্রবীর আচার্য সহ অনেকে। প্রায় শতাধিক কবি তাঁদের রচিত কবিতা পাঠ করেন। কবি সিরাজুল ইসলাম, কবি ও সম্পাদক মুরারীমোহন চক্রবর্তী সব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। এই বিজয় সম্মেলনীর দিনে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের একটি গল্পের বই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন কবি সিরাজুল ইসলাম। এছাড়াও লেখালেখি সাহিত্য পত্রিকা, সেদিনের ভোরের খবর এবং কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হে প্রেয় পত্রিকার শারদ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। এদিন বিজয়া সম্মেলনী উপলক্ষ্যে কবিতা, গান ও নৃত্যে অনুষ্ঠানটি জমজমাট হয়ে ওঠে।

দুটি বাইকের ধাক্কায় মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া-বেলিয়াদোড় পিচরাস্তায় বনগ্রামের কাছে শনিবার দুটি মোটর সাইকেল মুখোমুখি ধাক্কা হলে স্বপন গরাই নামে ৪৭ বছরের এক যুবকের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, মোটর সাইকেল দুটির ধাক্কায় উভয় আরোহী আহত হন। বেলিয়াতোড়ের মুখাটি গ্রামের বাসিন্দা স্বপন গরাই গুরুতর আহত হন। তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতলে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ বাইকদুটিকে আটক করেছে। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

কিছু কথা এবং কিছু পরিচয়

পরিচয়টা আমাদের নয়, পরিচয়টা এই লেখাটার। আমাদের কিছু কথা জানানোর এবং সেই জানানোর মধ্য দিয়ে আমরা কিছু মানবিকতার পরিচয় খুঁজে পেতে চাই। এই জগতে আমাদের চারপাশের মাঝে, নয়তো আমাদের চোখের নাগালের বাইরে কিছু এমন মানুষজন লড়াই করে বেঁচে আছেন, যাদের ঠিকঠাক বেঁচে থাকার মতো অবস্থা নেই। কিছু গরিব এবং আমাদের মাঝে এমন অনেক বহু মানুষজন আছে যারা এই লড়াই-এর সাথে যুক্ত। তাদের সাহায্য করার মানুষ খুব অল্পস্বল্প। অনেক মানুষজন আছেন যাঁরা ওই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েও দাঁড়াতে পারেন না। আমরা চাই, সবাই ওই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াক। আর শুধু আমরা নই, এটা অনেকজনই চান। কথাটা হলো, এই শীত কাতুরে দিনে গরিব মানুষদের গায়ে দেবার মতো কিছু থাকে না। তাই কেউ যদি চায় পুরনো কাপড়জামা (ছেঁড়া বা অপরিষ্কার বাদে) বা কম্বল বা কিছু অর্থ দিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। বিশেষ করে আমাদের ইন্দাস বা ইন্দাসের পাশাপাশি গ্রাম বা আমাদের কাছে আসতে পারবে বা আমরা যেতে পারবো এমন জায়গার কিছু মানুষজনদের বেশি সাহায্য চাই। (ইন্দাসের মানুষজনকে ফোকাস করে বলছি। প্লিজ যোগাযোগ করো) আপনার সহদয়তা ওদের অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। লেখাটা ভুল হলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। মলয় ঃ 8158960520 , অর্পণ ঃ 7797103707 , সুপ্রিয়া ঃ 9547651511 , দেবরাজ ঃ 9735800391 , দেবকান্ত ঃ 8350023104 , সুদর্শনা ঃ 8348740754 ।
পারলে এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দাও। হয়তো আপনার শেয়ার করায় কিছু গরিব মানুষের উপকার হবে।

শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা চক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত একটি আলোচনা চক্র শনিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর-১ ব্লকের আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতে সভাকক্ষে। আলোচনা চক্রে রঘুনাথপুর-১ ব্লকের যুগ্ম বিডিও অশোক মণ্ডল, আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মধুসূদন দাস, আদ্রা-মণিপুর হোমের সাধারণ সম্পাদক নবকুমার দাস, সুপার ভাইজার নন্দা দে, ডি মনোজ কুমার, নিলু দত্ত, জীবন বাউরি সহ অঙ্গনওয়ারী, এলাকার আশাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অশোকবাবু বলেন, শিশু সুরক্ষা নিয়ে এদিনের চক্রে বিস্তারিত আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। হোমের সাধারণ সম্পাদক নবকুমার দাস বলেন, শিশুরা নানাভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছে। তা প্রতিরোধ করতে সরকার সব ধরণের ব্যবস্থা নিয়ে চলেছে। শিশুদের যাতে আরো বেশি সুরক্ষা দেওয়া যায় সে বিষয়টির প্রতি লক্ষ রয়েছে। তাছাড়া বাল্যবিবাহ সহ অন্যান্যভাবে তাদের উপর প্রভাব পড়ছে। সেই ধরণের কোন খবর পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি।

বাঁকুড়ার ইন্দাসে দোয়ার মজলিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ সম্প্রতি বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের পূর্বপ্রান্তে দীঘল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরকোনা ও বহলালপুর গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদটি পুনঃনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই মসজিদটি দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। সেই কারণেই ওই মসজিদটির পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে, কয়েকমাস আগে মসজিদের কাজ শুরু হয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে। মসজিদ পুনঃনির্মাণ উপলক্ষ্যে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় একটি দোয়ার মজলিস করা হয়। এই মজলিসের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা জমিয়াতের সহ-সম্পাদক হাফিজ মহম্মদ আকিল। সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস ব্লক ইমাম পরিষদের সভাপতি সাহাবুদ্দিন, কিশোরকোনা মসজিদের ইমাম মওলানা নাসির উদ্দিন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বাঁকুড়া জেলা জমিয়াতের সহ-সম্পাদক হাফিজ সাহেব জানান, মসজিদ ভিত্তিক জীবন গড়তে হবে। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে দেশ থেকে মিথ্যা অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি দূর করতে আজকে যার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

এই ব্যাপারে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। হাফিজ সাহেব ছাড়াও মজলিসে অন্যান্য বক্তারাও বক্তব্য রাখেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে মজলিস অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

অজ্ঞাত জন্তুর হানায় জখম ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ অজ্ঞাত কোন এক হিংস্র জন্তুর হামলায় পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার বড়রা গ্রামে ২ জন মহিলাসহ ৫ জন জখম হয়েছেন। শনিবার রাতের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই গ্রামে। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় বড়রা গ্রামের বাসিন্দা তারকেশ্বর সেন যখন তার বাড়ির সামনের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন হঠাৎ একটি জন্তু এসে পিছন থেকে তাঁকে কামড়ে দিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর ওই জন্তুটি গ্রামের এক নাবালিকা ও ২ মহিলাসহ আরো ৪ জনকে খুবলে দিয়ে পালাতে থাকে। এরপরই ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বড়রা গ্রামে। গ্রামবাসীরা জোটবদ্ধ হয়ে লাঠি সোটা নিয়ে ওই জন্তুটিকে তাড়া করলে পালিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা রাতেই জখম সকলকে স্থানীয় বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদের সদস্য খগেন বাউরি জানান, ঘটনার পরই বনদপ্তরকে খবর দিই। জন্তুটি শিয়াল না হায়না তা পরিষ্কার নয়। এদিকে বনদফতরের রঘুনাথপুরের বিট অফিসার শুভেন্দু বিশ্বাস জানান, আমরা খবর পেয়েই আমাদের কর্মীদের ওই গ্রামে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা প্রাণীটির সন্ধান পাননি।

তবে এ বিষয়ে বনকর্মীদের সজাগ থাকতে বলা হয়েছে বলে শুভেন্দুবাবু জানিয়েছেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

বিশ্বাস বাড়ির কালীপুজোয় গঙ্গা থেকে জল আনাই হল বিশেষ আকর্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ প্রায় ৩০০ বছর আগে শুরু হলেও পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পূর্বস্থলী রেলস্টেশন পাড়ার বিশ্বাস বাড়ির পুজোকে ঘিরে আজও প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লেগেই রয়েছে। এই পুজোরর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পুজোর দিন সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গা থেকে জল আনা। ঢাকের বাজনা সহকারে কলসী ভর্তি করে জল মন্দিরে এনে রাখা হয়। এই পারিবারিক পুজোর প্রবীণ সদস্য গোপেশ্বর বিশ্বাস জানিয়েছেন, যশোর জেলার মাগুরা রামনগর গ্রামে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। উদ্বাস্তু হয়ে এখানে চলে আসার পর পূর্বস্থলীতে এই পুজোর সূচনা হয়। প্রতিবারেই নিষ্ঠা সহকারে কালীপুজো করা হয়। প্রতিবছরের মতো এ বছরেও পুজোর আগের দিন বিশাল আকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে নামিদামী শিল্পীরা এসে এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। বিশ্বাস বাড়ির ছেলে বিনয় বিশ্বাস, বিমান বিশ্বাস বলেন, আমরা শুধু পুজো করেই চুপ করে থাকি না। কালীমাকে যেমন নিষ্ঠা সহকারে পুজো করে থাকি, তেমনি এই পুজোকে ঘিরে সামাজিক ভাবেও আমরা অনেক কিছু করে থাকি। এলাকার শতাধিক অসহায় গরীব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বস্ত্র বিতরণ করা

হয়। পুজোর দিন উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। কয়েকশো ভক্ত এই পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই পুজোয় কোন বলি প্রথা নেই। পুজোকে ঘিরে আলাদা একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে ওঠে। দূর-দুরান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় করেন এই বিশ্বাস বাড়ির পুজো দেখতে।

৬০০ বছরের প্রাচীন কালীপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ দীর্ঘ ৬০০ বছর ধরে বড়মাপের কালীপুজো হয়ে আসছে ভাতারের বড়বেলুনে। এই পুজো ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দিপনা চরমে। জানা গেছে, কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থেকেই বড়কালী প্রতিমা তৈরীর কাজ শুরু হয়। এই বড়কালীর জিভ তৈরী করা হয় নতুন কুলো কেটে। আরও কথিত আছে যে, রাতে মূর্তি গড়ার কাজ করার সময় মশালের আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ভাতারের বড়বেলুন গ্রামে এই প্রথা চলে আসছে প্রায় ৬০০ বছর ধরে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বড়বেলুন গ্রামের বড়কালী বাড়ির কথা প্রচলিত আছে। এই পুজোয় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। পুজো দেখতে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। আরও জানা গেছে যে, এই পুজোর সূচনা করেন সাধক ও তান্ত্রিক ভৃগু রাম। কথিত যে ৬০০ বছর আগে কেতুগ্রামের বহুলা গ্রাম থেকে ভৃগুরাম আসেন এই এলাকায়। আগে এই গ্রাম বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল। এই এলাকায় বটগাছ ও বিলল বোনের প্রাধান্য ছিল বেশি। ভৃগুরাম স্বপ্নাদেশ পেয়ে ১৮ হাত কালীপুজোর প্রচলন করেছিলেন। বর্তমানে ভৃগুরামের বংশধররা এই পুজো করে আসছেন। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার ফোঁটা দিয়ে কালীপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ